দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

৭

মেডিক্যাল ভর্তি ফর্ম কালোবাজারী

সিনেমা হলে নামী-দামী ছবি মুক্তি পেলে টিকিট চিরাচরিত নিয়মে কালোবাজারী হয়। এই অব্যবস্থা আগেও ছিল এখনও আছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন এখন আর কোন গা করে না। টিকিট কালোবাজারী এখন দর্শকদের গা সয়ে গেছে।

কিন্তু এই সিনেমা হলের গরম ছবির মতোই যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফর্ম কালোবাজারী হতে শুরু করে, তখন কারও পক্ষেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের।

মানব দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিলে আরোগ্যের আশা থাকে। কিন্তু সমাজের বুকে বিশেষ করে শিক্ষার মতো একটি আদর্শিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে কালোবাজারীর মতো দুষ্ট রোগটি যখন বাসা বাঁধতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

গত রবিবার পৃথক একটি জাতীয় দৈনিকে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গত কারণেই পর্যবেক্ষক মহলের মনে এই প্রতীতি জন্মান অসম্ভব নয় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে হারে পচন ধরেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও এখন তার আর ব্যতিক্রম নেই। দুর্নীতি সর্বত্র বিপুলভাবে গ্রাস করতে চলেছে। এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থাও আজ দুর্নীতির রাহুগ্রাসের কবলে পড়েছে।

উল্লিখিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের ভর্তি ফর্ম ভর্তিচ্ছুদের কাছে সংশ্লিষ্ট কতিপয় অসাধু কর্মচারী কালোবাজারে বিক্রি করছে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগে কতিপয় সুযোগ সন্ধানী কালোবাজারী ফর্ম প্রতি তিন শ' সাড়ে তিন শ' টাকা আদায় করছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিনে দিনে সীমিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পর্যন্ত সেশনজট মুক্ত হতে পারছে না। মেডিক্যাল কলেজও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারছে না। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ এতই সীমিত যে, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের তুলনায় আসন সংখ্যা যা রয়েছে তাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আসন বলতেও বাধে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, দেশের সর্বমোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার জন্যে আসন সংখ্যা রয়েছে ২০ হাজার। এর মধ্যে সরকারী মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা হচ্ছে ১৩শ' ২০টি এবং বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে আসন রয়েছে ৩শ'।

এই তথ্য অনুসারে সর্বমোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর গড়ে ৭০ থেকে ৭৫ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এহেন হতাশাজনক অবস্থা যখন বিরাজমান তখন এই নাজুক অবস্থার অভ্যন্তরে দুর্নীতিরও ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার ফলে এই অবস্থাকে করে তুলেছে চরমভাবে নৈরাজ্যজনক ও অপবিত্র।

বলতেই হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে কমবেশি দুর্নীতির অভিযোগ ইতোপূর্বেও উত্থাপিত হয়েছে। বোর্ডের প্রশ্নপত্র, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা সম্পর্কিত দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

বলা বাহুল্য, এ সকল দুর্নীতির অভিযোগ সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখার বিষয়। এ সকল দুর্নীতি অদৃশ্য বলে এর বিচার বিশ্লেষণে সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সিনেমার টিকিটের মতো ভর্তি ফর্ম উচ্চমূল্যে বিক্রি করার মতো কালোবাজারীকে কোন্ শ্রেণীর দুর্নীতি বলে অভিহিত করা যায় তা বলা মুশকিল।

সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ফর্ম নিয়ে সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর কর্মচারী যে কালোবাজারীর আশ্রয় নিয়েছে তা 'পুকুর চুরি' পর্যায়ে হয়তো পড়ে না।

কিন্তু দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রবেশ পথে পায়ে যে প্রাথমিক কাঁটাটুকু ফুটানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে তাতে শিক্ষার সার্বিক অবস্থা যে কতটা কণ্টকিত হতে চলেছে তা অনুমান সাপেক্ষ ব্যাপারই বটে।

বলা প্রয়োজন যে, আজ সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজমান। দেশে আজ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রায় নেই বললেই চলে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সর্বমহল থেকেই দাবির আওয়াজ শোনা যচ্ছে। কিন্তু সরিষার ভিতরেই যখন ভূত, সমগ্র অবস্থাকে ভৌতিক করে তুলেছে, তখন তা তাড়ানোর চেষ্টা কে করতে পারবে তা ভবিতব্য ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

আজ দেশ ও জাতি একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আজ দেশ ও জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দূরে রাখা দরকার। কেবলমাত্র মেডিক্যাল কলেজের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফর্ম কালোবাজারী করার মতো প্রবণতাকে পরিহার করাই নয়, উঁচু-নিচু সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বাইরের সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার করে আদর্শ শিক্ষাপীঠ হিসাবে গড়ে তোলা আজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে শিক্ষা থেকে সকল প্রকার অশিক্ষাগুলোকে দূর করা দরকার বলে আমরা মনে করি।